সংযুক্তি ১

শব্দ/শব্দসমূহের ব্যাখা

সিডিএমপি-২, জানুয়ারী ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৫

সিডিএমপি (CDMP-2) বা ব্যাপক বিপর্যয়-ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (Comprehensive Disaster Management Programme)-২ এর সামগ্রিক লক্ষ্য ছিল ঝুঁকিহ্রাস এবং বিপর্যয় পরিচালন কার্যক্রমের প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছাস, ভূমিকম্প, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবর্তনশীলতাসহ প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক ঘটনাগুলির প্রতি দেশের নাজুকতা আরও হ্রাস করা । সিডিএমপি-২ এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের, নাগরিক সমাজ এবং এনজিওদের দ্বারা জনমুখী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এবং ঝুঁকিহ্রাসের অংশীদারিত্বের পক্ষে সহায়তা প্রাপ্তি। এই অংশীদারিত্ব সহযোগিতা প্রচার করেছে, সমন্বয় করেছে, অগ্রাধিকারের কর্মসূচি এবং প্রকল্পগুলি দিয়েছে এবং বাংলাদেশে দুর্যোগ পরিচালনা কার্যক্রম, ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদ সরবরাহ করেছে।

অভিযোজন (অভিবাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত) (Adaptation)

মানব সমাজের ক্ষেত্রে অভিযোজন বলতে বোঝায় জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোকে, যাতে করে এর ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে আনা যায় এবং এর পাশাপাশি যদি কোনও ধরনের সুযোগ সৃষ্টি হয় তার সদ্ব্যবহার করা। বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, সেখানে অভিবাসন এক ধরনের শেষ অবলম্বন/পন্থা হিসেবে অভিযোজন প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change)

প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মানুষের কর্মকান্ডের কারণে বৈশ্বিক জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের বদলকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে বোঝানো হয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে বৈশ্বিক জলবায়ুর যে পরিবর্তনশীলতা সেটিকে ছাপিয়ে গিয়ে বৈশ্বিক বায়ুম-লের গঠন দ্রুত পরিবর্তন হতে দেখা যায়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ (Disaster Risk Reduction)

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ এই ধারণা কিংবা অনুশীলনকে বোঝায় যার মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগের কারণ ও উপাদানগুলো বিশ্লেষণ এবং ব্যবস্থাপনা করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত তা হলো দুর্যোগের মুখে অরক্ষিত থাকার অবস্থা হ্রাস করা, জান-মালের বিপদাপন্নতা কমানো, ভূমি ও পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় উন্নত ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ ।

বাস্তুচ্যুতি (Displacement)

‘বাস্তুচ্যুতি’ শব্দটি দিয়ে বাধ্য হয়ে স্থানান্তরকে বোঝায় এবং যারা বাধ্য হয়ে বসতভিটা ত্যাগ করে দেশের ভেতরে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছে (অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিবর্গ বা IDPs) আর যারা বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ করেছে; এমন দুই জনগোষ্ঠীকেই বোঝায়। এই কৌশলপত্রটি মূলত দেশের ভেতরে বাস্তুচ্যুত হওয়া মানুষদের জন্যই প্রণীত হয়েছে।

পরিবেশগত অভিবাসী (Environmnetnal Migrants)

কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যখন হঠাৎ কিংবা ক্রমশ ঘটে চলা পরিবেশগত পরিবর্তনের দ্বারা তাদের জীবন ও জীবিকার ওপর নেতিবাচক প্রভাবের ফলে বাধ্য হয়ে তাদের বাড়িঘর ছেড়ে যায় তখন তাদের পরিবেশগত অভিবাসী বলে। এই যাওয়া ক্ষণস্থায়ী কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এ ছাড়া তারা দেশের ভেতরে কিংবা দেশের বাইরেও অভিবাসী হতে পারে।

বাস্তুচ্যুতি/বাস্তুচ্যুতিকাল (Displacement/ displacement Period)

বাস্তুচ্যুতি বা বাস্তুচ্যুতিকাল বলতে ওই পর্যায়কে বলা হয় যখন কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় বা দুর্যোগের ঠিক পরপরই ক্ষতিগস্ত মানুষ তাদের মূল আবাসস্থল ছেড়ে আশ্রয় কিংবা জীবিকার উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলে যায়। এই ধাপে মূল বাস্তুচ্যুতি ঘটে।

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি (Internally Displaced Persons)

যখন কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি কোনও সশস্ত্র সংগ্রাম, দাঙ্গা, মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশের বাইরে না গিয়ে নিজ দেশের অভ্যন্তরে অন্যত্র চলে যায়; তখন তাদের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি বলে ধরা হয়।

দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত (Disaster and Climate Induced Internally Displaced Persons)

যখন কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি কিংবা কোনও জনগোষ্ঠী কোনও দুর্যোগ কিংবা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে (যা আকস্মিক কিংবা ধীর গতির হতে পারে) দীর্ঘ স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ীভাবে তাদের নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে নিজ রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অন্যত্র চলে যায় তাদের দুর্যোগ ও জলবায়ুজনিত কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/গোষ্ঠী বলে বিবেচনা করা হয়।

সরিয়ে নেওয়া (Evacuation)

সরিয়ে নেওয়া বলতে বোঝায় খুব তাড়াতাড়ি করে জনসাধারণকে কোনও দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অন্যত্র বা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা। এ ধরনের সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে; তবে তা করা হয় জরুরিভাবে জান-মাল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

অভিবাসন (Migration)

দেশের বাইরে কিংবা দেশের ভেতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াকে অভিবাসন বলে। এটি মূলত মানুষের চলাচলকে বোঝায় যার স্থায়িত্ব, গঠন কিংবা কারণ নানাবিধ হতে পারে। এ ধরনের চলাচলের মধ্যে শরণার্থীদের

অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতদের অভিবাসন, অর্থনৈতিক অভিবাসীদের অভিবাসন এবং অন্যান্য কারণে (যেমন: পরিবারের পুনর্মিলন) যে অভিবাসন হয়ে থাকে সেসব অভিবাসনকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জোরপূর্বক অভিবাসন (Forced migration)

যে অভিবাসন প্রক্রিয়ার মধ্য বলপ্রয়োগ/জোরাজুরির বিষয় বিদ্যমান থাকে তাকে জোরপূর্বক অভিবাসন বলে। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট কোনও কারণে মানুষের জীবন বা জীবিকার প্রতি কোনও হুমকি থাকলে তা বলপ্রয়োগ/জোরের বিষয় বলে অন্তর্ভুক্ত হয় যেমন: শরণার্থী অভিবাসন, প্রাকৃতিক বা পরিবেশগত দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অভিবাসন ইত্যাদি।

সুরক্ষা/প্রতিরোধ (Protection)

আন্তঃসংস্থা স্ট্যান্ডিং কমিটির (IASC) দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে, সুরক্ষা/প্রতিরোধ বলতে বোঝায় ওই সব কার্যক্রমকে যার লক্ষ্য হলো প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক আইনের মূলনীতির চেতনা ও ভাষা (অর্থাৎ মানবাধিকার আইন, আইএইচএল, শরণার্থী আইন) অনুযায়ী ব্যক্তির অধিকার সমুন্নত রাখা।'' IASC জরুরি মানবিক পরিস্থিতি মোকাবিলাকারী জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থাকে এর অন্তর্ভুক্ত করে।

অভিঘাত-সহিষ্ণুতা (Resilience)

অভিঘাত-সহিষ্ণুতা বলতে কোনও প্রক্রিয়া বা সিস্টেমের কিংবা তার উপাদানসমূহের সেই সক্ষমতাকে বোঝায় যার মাধ্যমে কোনও একটি দুর্যোগের প্রভাব ঠিক সময়ে দক্ষতার সঙ্গে নিরূপণ করা এবং তা মোকাবিলা করে নিরাপদ/টিকে থাকাকে বোঝায়। এই প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার মৌলিক কাঠামোগত বিষয় এবং এর কার্যক্রম অব্যাহত থাকার পাশাপাশি প্রক্রিয়াটির অভিযোজন, শিখন ও রূপান্তরশীলতার সামর্থ্যও জড়িত।

আটকে পড়া জনগোষ্ঠী (Trapped Populations)

যে জনগোষ্ঠী কোনও একটি স্থানে হুমকি থাকা সত্বেও সেখানে থেকে অভিবাসন না করে সেখানে অবস্থান করে কিংবা তাদের সেখানে আটকে পড়ার (বা পেছনে পড়ে থাকার) ঝুঁকি থাকে; তাদের আটকে পড়া জনগোষ্ঠী বলে। এ পরিস্থিতিতে তাদের আরও অধিকতর পরিবেশগত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতি বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জীবিকার মূল উৎস পরিবেশগত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্বেও তারা সম্পদের অভাবে অভিবাসন করতে পারে না।

বিপদাপন্নতা (Vulnerability)

বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝোঁক কিংবা প্রবণতাকে। বিপদাপন্নতার ধারণার মধ্যে যে বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা হলো, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মতো সংবেদনশীল বা নাজুকতাপ্রবণ থাকার পাশাপাশি মানিয়ে নেওয়া ও অভিযোজনের সক্ষমতার অভাব।

[পিডিডি হলো রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট দুর্যোগ-জনিত বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক বৈশ্বিক উদ্যোগ, ২০১৮-২০১৯ সালে বাংলাদেশ ছিল যার সহ-সভাপতি]।

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কে জাতিসংঘের গাইডিং নীতিমালা

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি সম্পর্কে জাতিসংঘের গাইডিং নীতিগুলি অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি মোকাবেলার জন্য সর্বাধিক স্বীকৃত আদর্শ কাঠামো। এটি আমলে নেয় যে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা তাদের দেশের অন্যান্য ব্যক্তিদের মতো আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ আইনের আওতায় সম্পূর্ণ সমতায়, একই অধিকার ও স্বাধীন তা উপভোগ করার যোগ্য। অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত হওয়ার কারণে কোনও অধিকার এবং স্বাধীনতা ভোগ করার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে বৈষম্য করা হবে না। এটি জাতীয় আইন ও নীতিমালা প্রণয়নের বেলায় রাষ্ট্রগুলোকে আইনি মানদন্ডের একটি সেট সরবরাহ করে এবং ক্ষতিগ্রস্তরা অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য কীভাবে আবেদন করতে পারে তাও স্পষ্ট করে। এই আদর্শিক কাঠামোটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নিয়মাবলীগুলো খাপ খাওয়ায় ও পুনর্বহাল করে, যাতে তা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সুরক্ষায় তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক মানবাধিকারের বিধিবিধানের নিশ্চয়তা দেয়।

ন্যানসেন মূলনীতি

নানসেনের ঐতিহ্য সামনে রেখে তৈরি করা 'ন্যানসেন প্রিন্সিপলস' এ বিষয়ে জোর দেয় যে জনগণকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বাস্তুচ্যুত মানুষ, তাদের আশ্রয়দাতা এবং যারা বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে তারাসহ এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য পরিবেশগত দুর্যোগের ঝুঁকিতে থাকা কিংবা এসবের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া মানুষদের বিশেষ চাহিদার প্রতি আলাদা করে মনোযোগ দেওয়া রাষ্ট্রগুলোর কর্তব্য। বিশেষ করে পর্যাপ্ত আয়োজনের মাধ্যমে সর্বস্তরে প্রতিরোধ ও সহিষ্ণুতার শক্তি বাড়ানোর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। লিঙ্গ ও বৈচিত্র্যের দিকগুলির প্রতি সংবেদনশীল থেকে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি ও তৎপরতা এবং পরিকল্পিত পুনর্বাসনকে বৈষম্যহীনতা, সম্মতি, ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে নিয়ে পরিচালিত করার ওপর এটি গুরুত্ব দেয়। যারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে বা যারা বাস্তুচ্যুত হওয়া, ঘরবাড়ি বা জীবিকা হারানোর হুমকিতে আছে তাদের কথা যাতে শোনা হয় এবং আমলে নেওয়া হয়। একইসঙ্গে যারা থেকে যেতে চান তাদেরও যাতে অবহেলা না করা হয়।

পেনিনসুলা নীতিমালা (**The Peninsula Principles):**

পেনিনসুলা নীতিমালা একটি সমন্বিত নীতি কাঠামো যারা ভিত্তি হল আর্ন্তজাতিক আইনসমূহের মূলনীতি , মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা যার মাধ্যমে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত ব্যাক্তিদের অধিকার রক্ষা করা যায়। এই নীতিমালাটি জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বিষয়ক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ করে জলবায়ু তাড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষের সুরক্ষা ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

স্ফেয়ার ষ্টান্ডার্ডস (Sphere Standards):

মানবিক সাড়াদান কার্যক্রমে পরিচালনা যেমন : খাবার পানি , স্যানিটেশন ও হাইজিন ,খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি , আশ্রয় ও সেটেলমেন্ট এরকম ৪টি নুন্যতম মানবিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের দিকনির্দেশনামূল মূলনীতিই হল স্ফেয়ার ষ্ট্যান্ডার্স। এটি বিশ্বে একটি সর্বাধিক স্বীকৃত মানবিক মানদন্ড।

ইউজফ্রাক্ট (Usufruct):

এটি হল অন্যের জমিতে অথবা সম্পত্তি হতে আয় ও অন্য সুবিধা গ্রহণের সাময়িক ব্যবস্থা ।এটি বিভিন্ন মিশ্রিত আইন ও সিভিল আইনের ব্যাপ্তির মধ্য পাওয়া একটি সীমাবদ্ধ বাস্তব অধিকার।

মেন্ড গাইড (The Mend Guide)

দুর্যোগের সময়ে মানুষদের নিরাপদে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্য একটি সম্যক পরিকল্পনামূলক নির্দেশনা। উচ্ছেদ কার্যক্রমে ফারাক দূরীকরণ এবং ব্যবহারিক পরিচালনা সম্বলিত দ্রুত নির্দেশিকা প্রনয়নের জন্য বিভিন্ন দেশ ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কৃর্তপক্ষের অনুরোধক্রমে মেন্ড গাইড প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি জরুরী পরিকল্পনা প্রয়োজনীয়তা এবং মানবিক বিবেচনাসমূহকে একত্রিকরণ করে, যা একটি অন্যটির পরিপূরক।